

বিনিয়োগ শিক্ষা ও বিনিয়োগকারীর সুরক্ষা

বিনিয়োগ শিক্ষা

বিনিয়োগ শিক্ষা হল দক্ষতা এবং জ্ঞানের সমষ্টি যা একজন ব্যক্তিকে তার সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আর্থিক সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে নেয়ার জন্য অর্থনৈতিক, ঋণ এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণকেই বিনিয়োগ শিক্ষা বলে। বিনিয়োগ হল সম্পদ নির্মাণের একটি হাতিয়ার। কিন্তু অবিবেচনাপ্রসূত বিনিয়োগ সম্পদ বিনষ্টের কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। তাই সকল বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের কৌশল, ঝুঁকি ও সময় নির্ধারণ সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে নিম্ন আয়ের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ শিক্ষা সম্পর্কে কম ওয়াকবেহাল হন। তাই সকল বিনিয়োগকারীর কষ্টার্জিত সঞ্চয়ের সুরক্ষা ও আর্থিক বাজারের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ শিক্ষা একটি অপরিহার্য বিষয়।

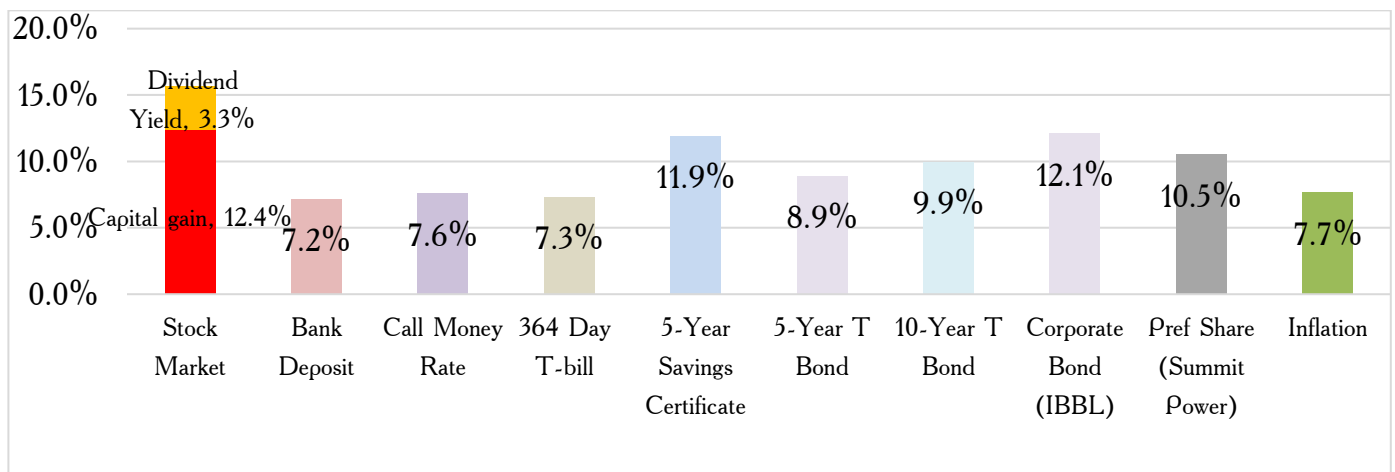
জ্ঞান ভিত্তিক বিনিয়োগের মৌলিক বিষয় সমূহ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগ ঝুঁকি হচ্ছে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং সম্ভাব্য মুনাফা সম্পূর্ণ বা আংশিক ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা। সকল ব্যবসা এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত (শেয়ার-ক্রয়-বিক্রয় ও ধারণ) ভবিষ্যত পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়, যা অনিশ্চিত ও সম্ভাব্য ঘটনা ও ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত। একটি কোম্পানির/ব্যবসার ঝুঁকি আর্থিক ও অনার্থিক কার্যক্রম থেকে হয়ে থাকে। এছাড়াও কোম্পানির ব্যবসা বর্হিভূত বিভিন্ন কারণেও বিনিয়োগকৃত অর্থ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। তাই বিশ্লেষণ ভিত্তিক বিনিয়োগের জন্য একজন বিনিয়োগকারীর যে বিষয় গুলো ন্যূনতম জানা উচিত তা হলোঃ

- **সামগ্রিক অর্থনৈতিক সূচক:** জিডিপি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, আমদানি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, কারেন্ট একাউন্ট ব্যালান্স, ব্যাংক সুদের হার, মুদ্রাস্ফীত, রেমিটেন্স প্রবৃদ্ধি, বেসরকারি খাতের ঋণ বৃদ্ধি, বেকারত্বের হার, জিডিপি-ঋণ অনুপাত, ডেমোগ্রাফিক বৈচিত্র, এফডিআই প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ইত্যাদি।
- **প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সূচক:** প্রতিষ্ঠান কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত, ব্যবস্থাপনা দলের যোগ্যতা, পরিচালনা পর্ষদের গঠন, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন, রাজস্ব বৃদ্ধির হার, উপার্জন বৃদ্ধির হার, নগদ প্রবাহ, লভ্যাংশ প্রদানের হার, নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা ইত্যাদি।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ কেন করবেন?

নিচে বিভিন্ন বিনিয়োগ পন্যগুলোর বিগত ১০ বছরের গড় রিটার্ন দেখানো হলঃ



*এক বছরের উপাত্ত নেয়া হয়েছে প্রেফ শেয়ার অফ সামিট পাওয়ার এর ক্ষেত্রে

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সিবিসি রিসার্চ

বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেটে বিনিয়োগের জন্য প্রযোজ্য কর (ট্যাক্স) হার ও অনন্যা সুবিধাসমূহ

সত্তা (এনটিটি)	শর্ত	কর (ট্যাক্স) হার	
		মূলধন আয়	লভ্যাংশ আয়
আবাসিক / অনাবাসী বাংলাদেশী কোম্পানি		১০.০%	২০.০%
কোম্পানী ছাড়া আবাসিক / অনাবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তি	যদি টিআইএন থাকে	০.০%	১০.০%
	যদি কোন টিআইএন না থাকে	০.০%	১৫.০%
অন্য কোন ব্যক্তি কিন্তু কোম্পানী নয়		-	৩০.০%

উৎসঃ এনবিআর

কর ছাড় (এক্সেম্পশন):

- ✓ পাবলিকলি ট্রেডিং কোম্পানির কাছ থেকে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশের আয়
- ✓ মিউচুয়াল ফান্ড বা ইউনিট তহবিলের থেকে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ আয়
- ✓ কোম্পানীর আইন ১৯৯৪ (১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত স্টক বা পাবলিক কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর থেকে "মূলধন আয় (ক্যাপিটাল গেইন) " এবং শর্ত থাকে যে এইরূপ করদাতা সেই দেশে অনুরূপ ছাড়ের অধিকারী হয় যেখানে তিনি একজন আবাসিক।

কর ছাড়ের মূল্য নির্ধারণ: শুধুমাত্র আবাসিক বা অনাবাসী বাংলাদেশীদের জন্য অনুমোদিত

- ✓ অনুমোদিত বিনিয়োগ পরিমাণ - প্রকৃত বিনিয়োগ বা মোট (করযোগ্য) আয়ের ৩০.০% অথবা ১.৫ কোটি টাকা এর মধ্যে যেটা কম।
- ✓ অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের ১৫.০% কর ছাড়।

অনুবন্ধ বা Correlation : আপনার বিনিয়োগ কি আসলেই বহুমুখী (Portfolio diversification)?

যখনি বিনিয়োগের ব্যাপার আসে, বিনিয়োগের ঝুঁকির বিষয়টিও তার সাথে সাথে চলে আসে। "সব ডিম এক সাথে এক ঝুড়িতে রাখা উচিত না", সম্ভবত প্রত্যেক বিনিয়োগকারী প্রচলিত এই কথাটা শুনেছে। কিন্তু সম্পদ ভাগ করতে হবে বললেই করা হয়ে যায় না, ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। বরঞ্চ বিভিন্ন খাঁতে বিনিয়োগ করা থেকে ব্যাপারটি আরো জটিল হতে পারে। তাই শেয়ারবাজারে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে এবং সম্পদ নিরাপদে রাখতে, আপনাকে নিজের বিনিয়োগের মধ্যকার অনুবন্ধ বা পারস্পারিক সম্পর্ক বুঝতে হবে।

অনুবন্ধ বা Correlation কি?

অনুবন্ধের মাধ্যমে বোঝায় কিভাবে দুটো বিনিয়োগ পরস্পরের সাপেক্ষে এগোতে পারে, ঠিক কিভাবে বিনিয়োগ দুটো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত বা বিপরীত, অর্থাৎ যখন একটা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণ বাড়তে পারে, অন্যটাও কি বাড়তে থাকে, কমে যায় নাকি সমান থাকে। এর মাধ্যমে এক সম্পদ বা বিনিয়োগের সাপেক্ষে অন্যটির ক্ষেত্রে কি ঘটে তা হিসেব করে নির্ধারণ করা হয়। এই হিসেব যার মাধ্যমে করা হয় তাঁকে বলে অনুবন্ধ গুণাঙ্ক, যার মান -১.০ (যথাযথ ঋনাত্মক অনুবন্ধ) এবং +১.০ (যথাযথ ধনাত্মক অনুবন্ধ) এর মধ্যে থাকে। তত্ত্বিকভাবে, অনুবন্ধ মানের মান যত বেশী ঝুঁকির মানও তত বেশী। যদি বাজারে মন্দা লাগে, আপনার সবগুলো বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই একসাথে ধস নামুক তা নিশ্চয়ই চাইবেন না। বরঞ্চ কিছু বিনিয়োগকে বিপরীত দিকে রাখাই উচিত - বা ঋনাত্মক অনুবন্ধ স্থাপন করা উচিত।

ধনাত্মক অনুবন্ধ: +১ অনুবন্ধ গুণাঙ্ক যথাযথ ধনাত্মক অনুবন্ধ বলে পরিচিত। দুটি সম্পর্কযুক্ত বিনিয়োগ পাশাপাশি একই দিকে ধাবিত হবে, যখন একটা বিনিয়োগ লাভের দিক দিয়ে বাড়তে থাকবে, অন্যটিও বাড়তে থাকবে। সহজ একটা সাদৃশ্য উপস্থাপন করা যায়ঃ যত বেশী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে, আয়ও তত বেশী হতে পারে। তাই শিক্ষা এবং আয় সাধারণত দারুণভাবে সম্পর্কিত, তাই না?

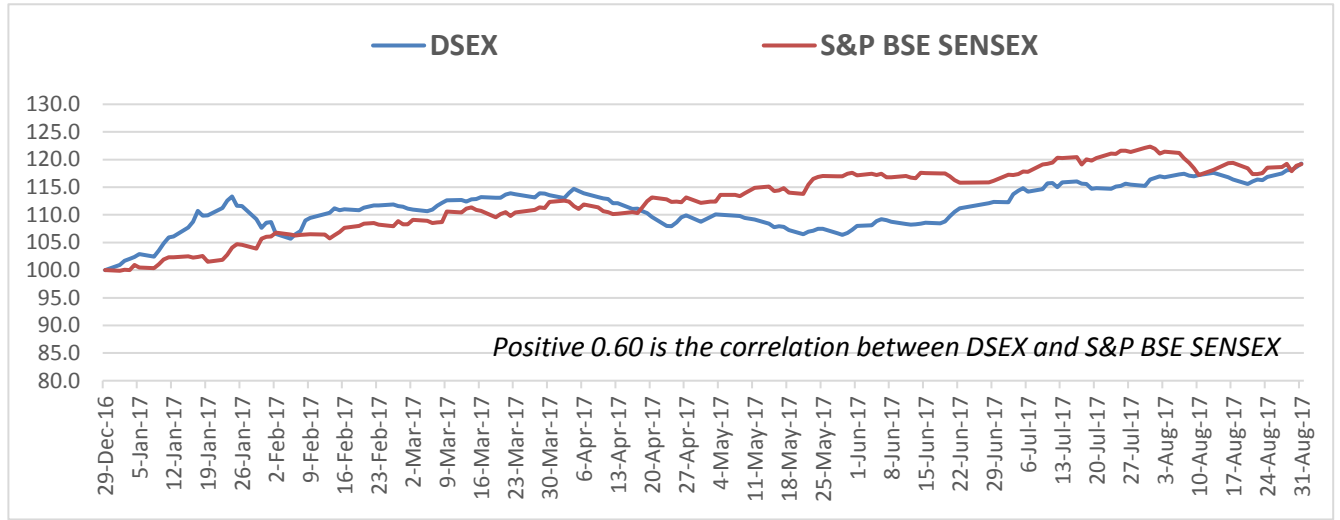
ঋনাত্মক অনুবন্ধ: যথাযথ ঋনাত্মক অনুবন্ধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দুটি বিমুখী হয়। এবং এটির মাপার ক্ষেত্রে অনুবন্ধ গুণাঙ্ক হয় -1.0 । ঋনাত্মক অনুবন্ধ একটি সহজ উদাহরণ হচ্ছে, যত জোরে গাড়ি চালাবেন তত দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছবেন। যখন গাড়ির গতি বাড়ছে, গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমছে। তাই গাড়ির গতি এবং গন্তব্যে পৌঁছানোর সময় পরস্পরের সাথে ঋনাত্মকভাবে সম্পর্কযুক্ত।

অনুবন্ধহীনতা: অনুবন্ধ গুণাঙ্কের মান 0.0 হলে তাঁর অর্থ দাঁড়ায় বিনিয়োগ দুটো স্বাধীন ভাবে এগোচ্ছে, একে অপরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে স্বর্নের দামের সাথে শেয়ার বাজারের গুঠা নামার তেমন কোন সম্পর্ক নেই।

শেয়ার বাজারে অনুবন্ধ কিভাবে ঘটে?

শেয়ারবাজারে অনুবন্ধ কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে আমরা এই উদাহরণটি দেখি, এই বছরে (জানুয়ারী থেকে অগাস্ট) ঢাকার শেয়ার বাজার 19.3% বেড়েছে। ঠিক একই সময়কালে মুম্বাই এর শেয়ার বাজারে 19.2% বেড়েছে। এখন এই দুই শেয়ার বাজারে পারস্পারিক সম্পর্ক বা অনুবন্ধ নিচের চিত্র থেকেই দেখতে পাবেন।

মুম্বাই এবং ঢাকা শেয়ার বাজারের তুলনামূলক চিত্রঃ



*DSEX and S&P BSE SENSEX উভয় সূচক কে ১০০ ভিত্তিতে প্রদর্শন করা হল

উৎসঃ মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সিবিসি রিসার্চ

এই সময়কালে, দুটো শেয়ারবাজারের মধ্যকার অনুবন্ধ গুণাঙ্ক ছিলো $+0.60$, যা থেকে বোঝা যায় এরা ধনাত্মকভাবে পারস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই শেয়ার বাজার দুটি সাধারণত একই সাথে একই সময়ে একই দিকে অগ্রসর হয়। অবশ্য এর পিছে যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে, যেহেতু বাংলাদেশ এবং ভারতের অর্থনীতি, কোম্পানি এবং রাজনীতি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদি দুটো শেয়ার বাজারেই আপনি বিনিয়োগ করে থাকেন তো তবে এদের মধ্যকার উচ্চ অনুবন্ধ গুণাঙ্ক সম্পর্কে আপনার জানা জরুরী – কেননা যদি একটার পতন হয় তো অন্যটারও পতন হবে খুব সম্ভবত।

নিচে বিভিন্ন বিনিয়োগ পন্যগুলোর মধ্যকার বিগত ১০ বছরের (২০০৭-২০১৬) উপাত্ত নিয়ে অনুবন্ধ দেখানো হলঃ

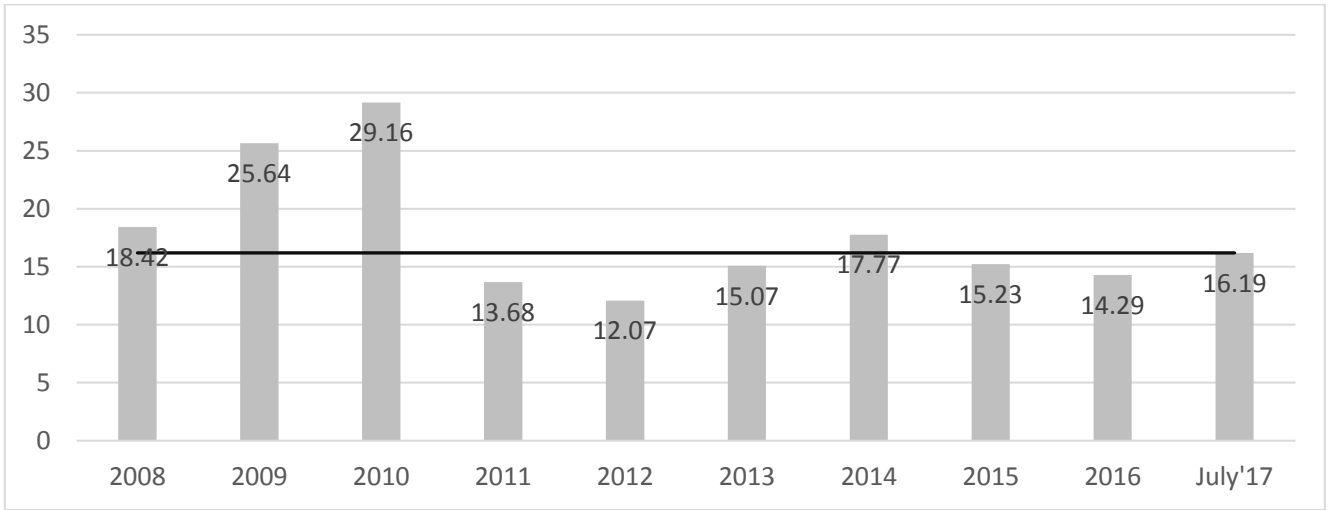
	অনুবন্ধ
ব্যাংক আমানতের হারের সাথে ডিএসই সাধারণ সূচকের রিটার্ন	(০.২২০)
কল মানি হারের সাথে ডিএসই সাধারণ সূচকের রিটার্ন	(০.৩৭৭)
৩৬৪-দিনের সরকারি বিলের সাথে ডিএসই সাধারণ সূচকের রিটার্ন	(০.৩৯৪)
৫-বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্রের সাথে ডিএসই সাধারণ সূচকের রিটার্ন	(০.৩৮৬)
৫-বছর মেয়াদি সরকারি ঋণপত্রের সাথে ডিএসই সাধারণ সূচকের রিটার্ন	(০.০২৩)
১০-বছর মেয়াদি সরকারি ঋণপত্রের সাথে ডিএসই সাধারণ সূচকের রিটার্ন	০.০০৮
কোম্পানির ইস্যুকৃত ঋণপত্রের সাথে ডিএসই সাধারণ সূচকের রিটার্ন	(০.০৫২)

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সিবিসি রিসার্চ

শেয়ার বাঁজারে ধস থেকে আপনার বিনিয়োগকে রক্ষা করার একটা উপায় হচ্ছে বিনিয়োগগুলোর মধ্যে কম ধনাত্মক অনুবন্ধ বা বেশি ঋণাত্মক অনুবন্ধ বজায় রাখা অথবা বিনিয়োগগুলোর মধ্যে কোন সম্পর্কই না রাখা। এতে যখন একটা বিনিয়োগে শেয়ার বাঁজারে পতন ঘটবে, ভিন্ন দিকে অগ্রসরমান অন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পতন ঘটবে না, বা ঘটলেও খুব কম হয়। উপরের টেবিল থেকে আমরা দেখতে পাই ঢাকা শেয়ার বাজার এবং ৩৬৪-দিনের সরকারি বিলের রিটার্ন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উল্টো দিকে অগ্রসর হয়েছে। দুটোর ভিতর অনুবন্ধ (০.৩৯৪) অর্থাৎ এরা ঋণাত্মকভাবে সম্পর্কিত। এর অর্থ হচ্ছে যদি ঢাকার শেয়ার বাজারে ধস নামলেও ৩৬৪-দিনের সরকারি বিল রিটার্ন আপনার বিনিয়োগকে কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারে। অন্যদিকে যদি ৩৬৪-দিনের সরকারি বিলের রিটার্ন কমে যায় তবে ঢাকা শেয়ার বাজার আপনার বিনিয়োগকে কিছু নিরাপত্তা দিবে। তাই দুক্ষেত্রেই যদি আপনার বিনিয়োগ করা থাকে তবে দিনশেষে লাভবান হবেন।

মার্কেট পি/ই অনুপাতঃ বিনিয়োগ ঝুঁকির আরেকটি পরিমাপক

মার্কেট পি/ই অনুপাত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত ১০ বছরের গড় পি/ই অনুপাত ১৫.৭x এবং বর্তমান সময়ে যা জুলাই মাসের শেষে ১৬.২x এসে দাড়িয়েছে। নিচে গত ১০ বছরের পি/ই অনুপাত এর চিত্র দেখানো হলঃ



উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সিবিসি রিসার্চ

বিনিয়োগকারীর সুরক্ষা - গবেষকদের পরামর্শ

বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ সুরক্ষায় একজন ফাটকাবাজারী এবং একজন বিনিয়োগকারীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য। পুঁজিবাজারের এই দুই অংশগ্রহণকারী শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করার সহজ উপায় হল, ফাটকাবাজারী অতি দ্রুত প্রবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় প্রলুব্ধ হন যেখানে একজন বিনিয়োগকারী দীর্ঘ মেয়াদি ধারাবাহিক এবং স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করে অগ্রসর হন।

অতএব, সরলীকৃত উদ্দেশ্য হলো: বিনিয়োগের অতিরিক্ত ঝুঁকির অনুপাতে অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি ব্যতীত বিনিয়োগে বিরত থাকা।

ফাটকাবাজারী অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে বিশ্বের বিভিন্ন পুঁজিবাজার বিষয়ক গবেষকরা বিভিন্ন দশকের এবং বিশ্বের উন্নত পুঁজিবাজারগুলোর বিনিয়োগকারীর ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে থাকেন। এরূপ কিছু সর্বজনীন ত্রুটি এবং তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শগুলো নিম্নে বর্ণিত:

১) শেয়ারের অতিরিক্ত লেনদেন থেকে বিরত থাকা

ফিন্যান্সের অধ্যাপক ব্র্যাড বারবার এবং টেরি ওডিন "ট্রেডিং ইজ হ্যাজার্ডস টু ইওয়ার ওয়েলথ" শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যা ৬৬,০০০ মার্কিন বিনিয়োগকারীর বিগত ৬ বছরের পুঁজিবাজারের প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরে। গবেষণাপত্রে দেখা যায় যে ছয় বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লেনদেনকারী বিনিয়োগকারীদের প্রতি বছরে অর্জিত গড় আয় ১১.৪%। বাজার একই সময়ের জন্য প্রতিবছর অর্জিত এক্সচেঞ্জের আয় ১৭.৯%

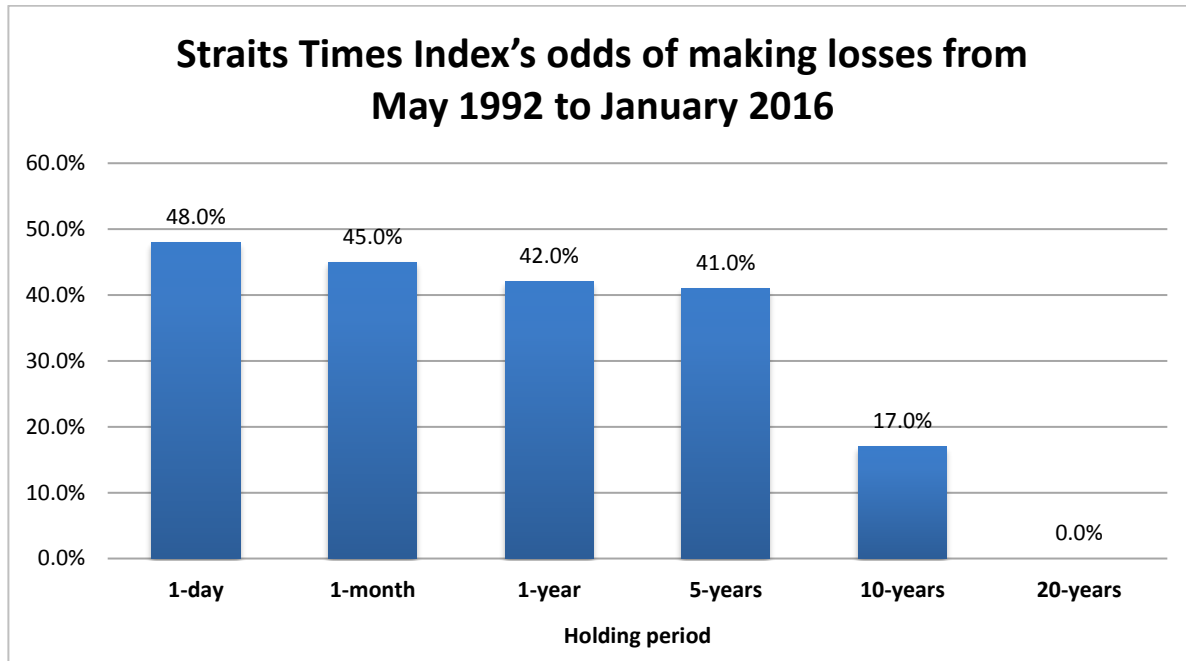
। অধিকন্তু, গবেষণায় প্রাপ্ত সকল বিনিয়োগকারীদের জন্য গড় বার্ষিক আয় ১৬.৪%। সুতরাং দেখা যায় যে, অতিরিক্ত লেনদেন বিনিয়োগকারীর জন্য বিপজ্জনক।

২) সময়ের প্রভাব অবমূল্যায়ন করা যাবে না

ডিএসই এবং সিএসইতে অনেক বিনিয়োগকারী রয়েছেন যারা ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করতে পারবেন এই ধারণা থেকে স্বল্প সময়ের জন্য পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন। এই ধরনের অনুমানের পিছনের প্রাথমিক ধারণা হচ্ছে, সাধারণত বাজারের ইতিবাচক পারিপার্শ্বিকতা যা বিনিয়োগকারীদের বাজার ভবিষ্যতে আরও ভালো হবে এমন ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। তবে বাস্তবিকভাবে বিশ্বব্যাপী জরিপের মাধ্যমে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ ফাটকাবাজেরা অল্প সময়ের ব্যবধানে অর্থ বিনিয়োগ করে বিনিয়োগকে বুঝির মুখে ফেলে থাকেন। যদিও, পুঁজি বাজারকে অস্থায়ী বিনিয়োগের মাধ্যম মনে না করে, দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগ সহযোগী করতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী পুঁজি বাজার বিনিয়োগ, বিনিয়োগের বুঝি অনেকাংশে হ্রাস করে।

আর্থিক উপদেষ্টা নিক মুরের মতে, “পুঁজি বাজারের সময় নির্ধারণ করা বোকামি, আসলে সময়ই হচ্ছে পুঁজি বাজারের সবচেয়ে বড় সুবিধা”।

নীচের চিত্রটি প্রমাণ করে সময়ের দীর্ঘস্থায়ীত্ব বিনিয়োগকারীর বন্ধু:



উৎস: এস এন্ড পি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স; অথর'স ক্যালকুলেশন

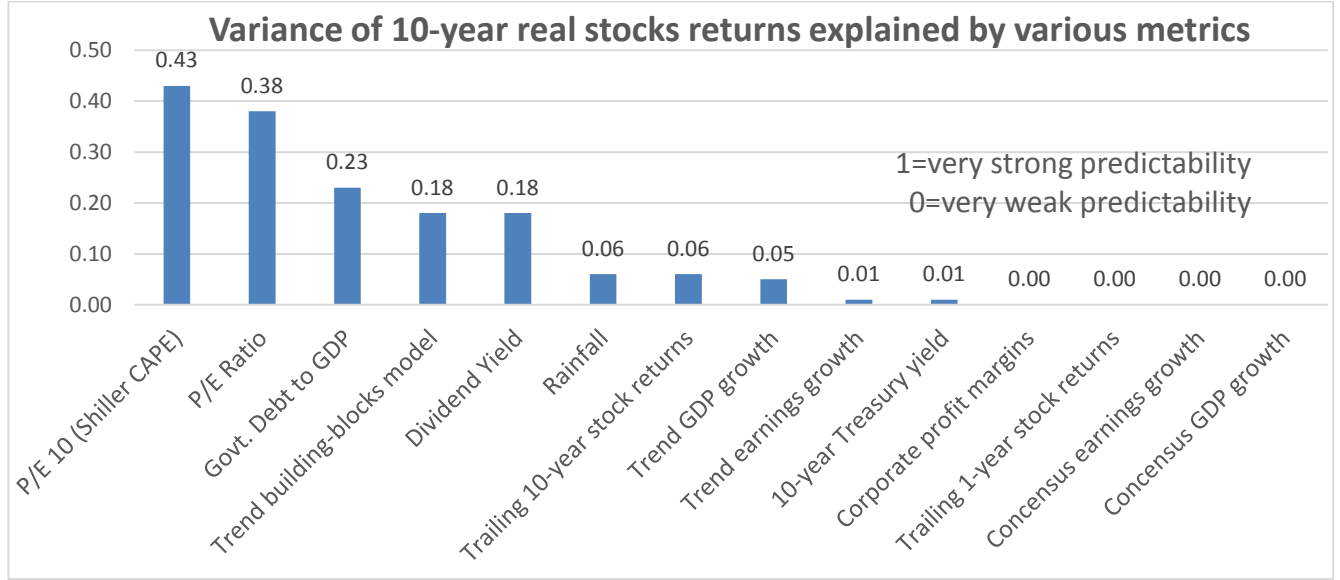
উপরের চিত্রে স্ট্রাটস টাইমস ইনডেক্সের (এসজিএক্স: এসটিআই) মাধ্যমে ১ মে ১৯৯২ সাল থেকে ১২ জানুয়ারী ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের (লভ্যাংশ এবং মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করা হয়নি) জন্য ক্ষতির সম্ভাবনাসমূহ দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যত বেশি সময় একটি পোর্টফলিও পুঁজি বাজারে অবস্থান করে, তা থেকে বিনিয়োগ বুঝির সম্ভাবনাও কমে যায়। গবেষণার সময়সীমা অনুযায়ী, একটি পোর্টফলিওর স্থায়িত্ব এক বছর মেয়াদকালের হলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ৪২.০%। অন্যদিকে, একটি পোর্টফলিওর স্থায়িত্ব ২০ বছর মেয়াদকালের হলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ০.০%।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর পুঁজি বাজার এস এন্ড পি ৫০০ একই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। ১৮৭১ থেকে ২০১২ (যা ১০০ বছরেরও বেশি বাজার ইতিহাস) সালের মধ্যে কোনও বিনিয়োগকারীর ক্ষতি হয়নি যারা ২০ বছরের মেয়াদে এস এন্ড পি ৫০০ পোর্টফলিওতে অবস্থান করেছিল। এস এন্ড পি ৫০০ হচ্ছে ইউএস স্টকগুলির জন্য সবচেয়ে ব্যাপকভাবে অনুসৃত সূচকের একটি।

৩) অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচলিত হবেন না

সকল বিশ্লেষকদের জন্য ভবিষ্যতের অর্থনীতি কেমন হবে তা অনুমান করা অসম্ভবের কাছাকাছি। আর যদি তা অনুমান করা যায়ও, অর্থনীতির ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে শেয়ারের মূল্যের পূর্বাভাস করা খুবই কঠিন।

নীচের চিত্রটি দেখায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টকগুলি আগামী দশ বছরে কী ঘটবে তা পূর্বাভাস দেওয়ার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও আর্থিক সূচক কতটা সফল হয়েছিল।



উৎস: এস এন্ড পি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স; অথর'স ক্যালকুলেশন

অতএব, ঐতিহাসিকভাবে অর্থনৈতিক পূর্বাভাসগুলি আমাদের দেশের জিডিপির সংখ্যা, কর্পোরেট মুনাফা মার্জিন এবং বন্ড রফতানীর তুলনায় দেশের ভবিষ্যতের পুঁজি বাজারের আয় সম্পর্কে খুব কমই বলছে।

বিনিয়োগকারী কিংবদন্তি পিটার লিঞ্চের মতে “যদি আপনি অর্থনৈতিক ও পুঁজি বাজারের পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করে ১৩ মিনিটের বেশি সময় ব্যয় করেন, তবে আপনার ১০ মিনিট নষ্ট হয়েছে”। পুঁজি বাজারের ক্ষেত্রে, পৃথক পোর্টফলিও অধ্যয়ন করা এবং সেই অনুযায়ী বিনিয়োগ করা সবচেয়ে ভাল।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, পুঁজিবাজারের সামগ্রিক, দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, দীর্ঘমেয়াদি, বিবেচনাপ্রসূত এবং জ্ঞান ভিত্তিক বিনিয়োগ কৌশল একজন বিনিয়োগকারীর সম্পদ বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।